সন্ন্যাসী

(প্রাচীন কাব্য)

প্রণেতা—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সম্পাদক—

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সন্ন্যাসী

(প্রাচীন কাব্য)

প্রণেতা—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[ভিক্ষা—১·২৫ টাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(১)

ভারত-ভূমির মাঝে সুশোভিত অতি
বঙ্গদেশ ; যথা গিরিসুতা ভাগীরথী
নদী-কুলেশ্বরী প্রবাহিছে নিরন্তর
খরস্রোতে পড়িবারে সাগর-ভিতর,
না মানিয়া প্রকৃতির অনুরোধ যত
থাকিতে এ রম্যদেশে। হায়! ক'ব কত,
কত যে সাধিছে রামা ল'য়ে সহচরী
বৃক্ষদলে, মধুকর বসি' তদুপরি
গুঞ্জরিছে গান তা'র ভুলাইতে মন
তটিনীর ; গন্ধবহ আসি' ক্ষণে ক্ষণ
হিল্লোলে কোমল বায়ু, তুষিয়া তাহারে
পারে যদি সে নদীরে হেথা রাখিবারে।
মানে কি তটিনী, আহা! সে-সব সাধনা!
আরো বেগে যায় চলি' জুড়া'তে যাতনা

সিন্ধুকূলে, যথা নাথ তাহার আশায়
সদা চিন্তা-জ্বরে জ্বলি' দিবস কাটায় !!

(২)

এ বঙ্গভূমির মাঝে 'জনপুর'-গ্রামে
জন্মিলা সন্ন্যাসী মোর। সে-সুখের ধামে
কাটায় কৈশোর-কাল বিদ্যার চর্চ্চায়
বংশোচিত কাণ্ব-শাখা-গুরুর কৃপায়
পড়ি'। পরে কিছুদিন বেদান্ত-পঠন
করিয়া সন্ন্যাসি-স্থানে করিল অর্জ্জন
তত্ত্বজ্ঞান ; সুগোপনে সন্ন্যাসী হইল।
বিবেক-বৈরাগ্য-বলে ভাবুক-প্রধান
মনে করিলেন স্থির,—ভ্রমি স্থানে স্থান
আহরিতে জ্ঞান-রত্ন ;—ভাবি ইহা ধীর
সকৌপানে গৃহ হ তে হইলা বাহির।
বয়স বিংশতি বর্ষ, শাস্ত্রে সুশিক্ষিত,
বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বে ছিলেন দীক্ষিত ;
না ল'য়ে সঙ্গেতে অর্থ, কারে নাহি বলি'
নিশাভাগে গৃহ ত্যজি' একা গেলা চলি'।
প্রভাতে উঠিয়া তবে জননী তাঁহার
না দেখে সন্তান-মুখ, দেখিলা আন্ধার
সর্ব্বদিগে ; পিতা তাঁর মান্য বহুদেশে—
না পেয়ে সন্ধান কিছু নিজে অবশেষে

পুত্রের উদ্দেশে গেলা ত্যজি' 'জন-পুর'—
নিরাশ ! আইলা ফিরি' ভ্রমি বহুদূর !!

(৩)

সন্ন্যাসী চলিলা তবে ছাড়ি' নিজদেশ,
পাছে চিনা যায় বলি' ত্যজি' নিজবেশ
বিভূতি মাখিলা অঙ্গে, করেতে ত্রিশূল,
তৈল নাহি মাখি' জটা করিলা বিপুল !
কি শোভা হইলা, আহা ! সে-দেহ তখন
সুন্দর সাজিলা যেন বিদ্যা করি' পণ !
এ সুন্দর সন্ন্যাসী সে-বিদ্যা নাহি চায়,
মহাবিদ্যা-তত্ত্বে ফিরে জীবন কাটায়।
হায়রে, এমন যোগী কোথা আছে আর !
না পাই দেখিতে কভু খুঁজিয়া সংসার !!

(৪)

বিদেশ যাইতে বাঞ্ছা হইল উদয়,
ভ্রামকের অন্তরেতে নাহি থাকে ভয় ;
উল্লাস-নক্ষত্র উঠি' অন্তর-আকাশে
নিরাশ-তিমিরে নাশি' আশারে প্রকাশে ;
দূরদেশ সুখে পূর্ণ জানায় তখন,
নিজদেশ বোধহয় শোকের ভবন ;
কাঁদে তবু মন তার, প্রবোধ না মানে,
শেষে যবে দৃষ্টি করে স্বদেশের পানে।

স্বদেশ ছাড়িয়া যবে সন্ন্যাসী-প্রবর
করিলেন শুভযাত্রা, তাঁহার অন্তর
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইলা তখন,
দাঁড়াইলা ক্ষণকাল করি' দরশন
পৃথিবীর সারখণ্ড, জীবন তাঁহার
যথায় লভিলা আসি' শরীর-আধার।
আঁখিদ্বয়ে বিন্দু দু'টী হইলা পতন,
ছল-ছলি মুদিলেন সজল-নয়ন ;
ক্ষণকাল পরে তবে সে পুরী সম্ভাষি'
ব্যক্ত করি' এইরূপে কহিলা সন্ন্যাসী,—
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরে অন্তর,
কেমনে তোমারে ছাড়ি' র'ব নিরন্তর ?
আমার জননী-ভূমি ! বিচ্ছেদে তোমার
কতকাল কাঁদিবেক অন্তর আমার ?
সে-শোক ভুলিব, মাতা বিদেশে যখন
প্রকৃতির প্রেমে বদ্ধ হ'বে মম মন ;
আর দেখ, জননী গো ! যদি চ বিদেশে
জীব-হারা হই আমি ভ্রমি' অবশেষে,
কিছু নাহি তোমা প্রতি করিয়াছি ব'লে,
তবু যেন শাপ নাহি দিয়ো গো সরলে !
দান-শক্তি কে না জানে অগাধ তোমার,
ক্ষমা-দান মাগে তব অক্ষম কুমার ;
ত্যজিয়াছি মায়া সব, জানিয়াছি সার—
আমার এ ধরাতল—বিস্তার-সংসার ;

তরুতল—গৃহ, মম ভক্ষ্যদ্রব্য—ফল,
পানীয় আমার মাত্র—সরোবর-জল।
দেওগো বিদায় মাতা তোমার সন্তানে
যাইতে বিদেশে এবে জ্ঞানের সন্ধানে।
উত্তরিল প্রতিধ্বনি 'বিদায়' বলিয়া,
আঁখি পুঁছি' জ্ঞানীবর গেলেন চলিয়া—
যায় যায় তবু ফিরে নেত্রপাত করে,
ক্রমে ক্রমে দূরগত স্বদেশ-উপরে;
প্রভাত হইলা নিশি, উদিলা তখন
উদয়-পর্ব্বতে তবে অদিতি-নন্দন
রশ্মিময়, নাশি' তমঃ। ত্যজি' ধরাতল
পলাইলা অন্ধকার, স্পর্শিয়া শীতল-
বায়ু উত্তাপ যেমন, বরষা-সময়ে
পলায় ছাড়িয়া স্থান বিপক্ষের ভয়ে;
তেজহীন অর্দ্ধশশী কাঁদিছে গগনে,
হারাইয়া রাজ্য তার সূর্য্য-সহ রণে;
তারা-সৈন্যদল এবে করি' পলায়ন
একেবারে সকলেতে হল অদর্শন;
এখনো রয়েছে কিন্তু একটি প্রহরী
মলিন বদন তার; চরণেতে ধরি'
সাধিতেছে তারানাথে হ'তে অদর্শন,
না হেরিতে বিজয়ীর সরোষ বদন;

হায়রে বিধাতঃ! তোর নাহিক অসাধ্য
এ ভব-মণ্ডলে, সবে তোর কাছে বাধ্য!
যে শশী উজ্জ্বলে সদা হরের কপালে,
কাঁদালি তাহারে এবে ফেলিয়া জঞ্জালে!!

(৫)

ঊষা আগমনে তবে আনন্দ-অন্তরে
গাইতে লাগিলা পাখী ডালের উপরে;
সুমিষ্ট মলয়-বায়ু বহিতে লাগিলা,
নিদ্রা ত্যজি' নরগণ অচিরে উঠিলা;
এমণ সময়ে সেই সন্ন্যাসী-প্রধান
জাহ্নবী হইলা পার। বাষ্পীয়-বিমান
চলে আপনার তেজে, কি কহিব আর,
ক্ষণমাত্র স্রোতস্বতী হইলেক পার—
চলিলা সন্ন্যাসীবর, কিন্তু নাহি জানে
কোথা উত্তরিবে সেই দিবা-অবসানে;
চিন্তা আর নাহি তার দহিছে অন্তর!
ঈশ্বরের ভাব মনে জাগে নিরন্তর,
বিশ্বাস জাগিছে সদা সন্ন্যাসীর মনে—
পালেন ঈশ্বর নিত্য তাঁহার নন্দনে;
খেলায় যদিও মত্ত অবোধ সন্তান,
তারে খাওয়াইতে তবু পিতা যত্নবান্;
তেমতি যদ্যপি মোরা ভুলি নিজকাজ,
যোগাইবে আনি' খাদ্য সেই বিশ্বরাজ॥

(৬)

এইরূপে সে-সন্ন্যাসী কত কতদিন
বেড়াইল গ্রামে গ্রামে সদা চিন্তাহীন !
কখন বৃক্ষের তলে, কভু নদী-তীরে,
কভু গৃহস্থের ঘরে,—অতিথি-মন্দিরে !
কভু দধি-পিঠা, কভু সু-অন্ন ব্যঞ্জন,
কভু ক্ষীর-চিপিটক করেন ভোজন ;
যাহা যবে মিলে যথা ভোজনের কালে,
সুখেতে খাইয়া তাহা নিজ দেহ পালে ;
জাতি-ধন-অভিমানশূন্য যাঁর মন,
কষ্ট কভু নাহি পায় সেই মহাজন।
যেখানে যখন পায় তত্ত্বের বিচার,
হৃষ্টমনে রহে তথা সন্ন্যাসী আমার !
গৃহে যবে ছিল মোর সন্ন্যাসী-প্রবর,
ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ ছিল তাঁহার অন্তর
বহুদিন। পরে নব্যবাদিগণ-সঙ্গে
কিছু দ্বৈত উপাসনা উঠে মনে রঙ্গে !
অতএব মিশ্রবাদী আমার সন্ন্যাসী—
কিছু ভক্তি, কিছু জ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়াসী !
পৌত্তলিক-মতে তার না ছিল প্রয়াস,
কেবল অদ্বৈতবাদে ছিল তার ত্রাস ;
পাপে ঘৃণা, সত্যে স্পৃহা, জড়েতে বিরাগ,—
এই তিনধর্ম্মে ন্যাসী সদা মহাভাগ ;

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস
যদিও না ছিল, তবু বৈরাগ্য-বিলাস
জাগিত হৃদয়ে তাঁর। বিবাহ না করি'
ছাড়িয়াছিলেন গৃহ যতি-লিঙ্গ ধরি' ॥

(৭)

এইরূপে কতিপয় মাস হইল গত,
গ্রামে গ্রামে ভ্রমে ন্যাসী দৃঢ় তত্ত্বব্রত ;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে চলে যতিবর,
সম্মুখে দেখিল এক সুচারু নগর—
সুরম্য উদ্যান এক নানা বৃক্ষে শোভে,
ভ্রমিছে ভ্রমর-দল ফুল-মধু-লোভে ;
দেখিল উদ্যান-মাঝে দীর্ঘ সরোবর,
নির্ম্মল জলেতে পূর্ণ অতি মনোহর ;
একপাশে দেখিল সে গৃহ একখান
অবারিত আছে দ্বার, হাটের সমান ;
প্রবেশি' তাহাতে দেখে নাহি কোনজন,
খট্ট এক পড়ি' আছে সুন্দর গঠন।
বসিলা সন্ন্যাসী তবে দিবা-অবসানে,
কাটাইতে রাত্রকাল ঈশ্বরের ধ্যানে
ক্রমেতে হইল নিশি গগনেতে ঘোর,
নবীন সন্ন্যাসী তবে নিদ্রায় বিভোর,
শুইলেন গৃহমাঝে স্মরিয়া ঈশ্বরে,
উপাসনা-বাক্য এই কহি' ততঃপরে,—

হে প্রভো জগদীশ্বর ! তোমার কৃপায়
লভিয়াছি কলেবর, ডাকি হে তোমায়
এ ঘোর নিশিতে আমি, বিদেশ-ভিতরে
শয়ন করিনু আমি নির্ভয়-অন্তরে।
বিপদ হইতে তুমি রক্ষিবে আমায়,
নিদ্রাকালে যেন কিছু নাহি পড়ে দায়—
এত বলি' নিদ্রা গেলা ন্যাসী-চূড়ামণি,
দিবসের কষ্ট সব ভুলিয়া অমনি।
নিশা না হইতে ভোর চমকি' উঠিলা,
নিদ্রা হ'তে যতীশ্বর বিস্ময় দেখিলা,—
বান্ধিতেছে হস্ত তার ; আর দুইজন
পার্শ্বদেশে বাঁধা হ'য়ে করিছে রোদন ;
জিজ্ঞাসিলা,—মম হস্ত বাঁধ কি-কারণে ?
কি-দোষে যতিকে ধর সবে অকারণে ?
কোথা হ'তে আসিয়াছ, লইবে কোথায়,
নির্দ্দোষীকে কেন আজ ঘটাইবে দায় ?
কহিল রক্ষকগণ সক্রোধ-নয়নে,—
যোগিবেশে দুষ্টপণা কর কি-কারণে ?
জাননা, কি-কর্ম্মফল লভিবে এখনি,
চুরি করি' সাধু হ'বে দুষ্ট-চূড়ামণি ?
বিস্ময় হইয়া যতি ভাবিলা অন্তরে—
বিভু বিনা এ বিপদে কেবা রক্ষা করে !

রক্ষক-প্রহরীগণ বাঁধি' হস্ত তার,
ল'য়ে গেল সে যতিরে যথা কারাগার
সুদুর্গম ! মনোকষ্টে, অন্নকষ্টে হায় !
রহিলা সন্ন্যাসী চোর-ডাকাতের প্রায় !
স্বীয় কর্ম্মফল জীব ভুগিবে নিশ্চয়,
কর্ম্মফলদাতা হরি—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এ হেন বিশুদ্ধ যতি পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে,
সঙ্কটে পড়িল আজ দেখহ সকলে !!

(৮)

কয়দিন পরে তবে আসি' দূতগণে,
ল'য়ে গেলা সন্ন্যাসীরে বিচার-ভবনে—
বসেছে বিচারপতি কাষ্ঠের আসনে,
দৌবারিক সারি সারি ল'য়ে বন্দিগণে
দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা ; ধার্ম্মিক-প্রবর
ধীরমূর্ত্তি আজ্ঞা দিলা কতক্ষণ পর,—
আনহ প্রহরীগণ যতিবেশ-চোরে,
বিচারিব তারে আগে প্রথম নম্বরে।
আরম্ভিলা সে মিছিল ধীমান্ পেস্কার,
ঝড় আগে পড়ে নথী-পত্র বার-বার ;
মিছিল হইলে পড়া সাক্ষীর প্রমাণ
লইলেন ধর্ম্মরাজ অতি যত্নবান্।
কিরূপে নিশ্চয় সত্য যাইবেক জানা,
পরস্পর শিখাইতে করিলেন মানা ;

সন্ন্যাসীরে ডাকি বলে,— বলহ নিশ্চয়,
চুরি করিয়াছ কি না ? না করিহ ভয়
কিছু মনে। যাহা ইচ্ছা তাহা বল এবে,
বিচার-আলয়ে সত্য প্রকাশ হইবে।
কিছুই না জানি আমি, কেন যে আমারে
আনিল এখানে সবে, কিসের বিচারে ?—
কহিল সন্ন্যাসীবর। ধর্ম্ম-অবতার
শীঘ্র লিখিলেন নিজে কথাটী তাহার।
পুনঃ প্রশ্ন হৈল তবে,— সাক্ষী কোন্ জন ?
'হরি মোর সাক্ষী'—ন্যাসী করে নিবেদন।
কোথা বাস হরির সে,—পেস্কার জিজ্ঞাসে,
'বৈকুণ্ঠ নগর' বলি' ন্যাসী মৃদু হাসে।
বিচারের দিন পরিবর্ত্তন হইল,
হরিকে আসিতে আজ্ঞা-পত্রিকা চলিল॥

(৯)

দ্বিতীয় বিচার-দিনে না আসিল হরি—
সাক্ষী ; বিচারক তবে আলোচনা করি'
নথী দেখিলেন,—সন্ন্যাসীপ্রবর
চৌর্য্যদোষে দোষী বটে, প্রাচীন তস্কর ;
উপস্থিত সন্ন্যাসীরে ডাকিয়া তথায়,
শুনাইল বজ্রসম আপনার রায় ;—
বহুদিন দুষ্টপণা করিয়াছ যোগী,
এতদিনে হ'বে তুমি কর্ম্মফলভোগী ;

দ্বীপান্তরে যাও তুমি দশবর্ষ তরে,
দেশ-মুখ আর নাহি দেখিবে সত্বরে—
নীরবে বিচারপতি। সন্ন্যাসী শুনিল,
ত্যজিয়া নিঃশ্বাস দীর্ঘ অমনি চলিল!
স্মরিলা জগদীশ্বরে বিপদ-সময়ে,
কম্পিত হইল তা'র কলেবর ভয়ে;
ধৈর্য্যগুণে তবু তাহা রহে অপ্রকাশ,
সময়ে সময়ে মাত্র ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥

(১০)

নির্দ্ধারিত দিন এল; কারাগার হৈতে
বন্দীগণে ল'য়ে যায় জাহাজে তুলিতে,
'জেনোবিয়া' নামে সেই অর্ণব-বিমান,
জাহ্নবীর বক্ষে শোভে জাহাজ-প্রধান।
তুলিলা লইয়া সবে যান অন্তরালে,
সকম্পিত-কলেবর নবমীর কালে
ছাগ যেন বাঁধা হাড়ে, সেই যান-বাসী
হইয়াছে এতদিনে আমার সন্ন্যাসী!
উড়িলা পতাকা তবে, হৈল শব্দ ঘোর,
চলিলা বিমানবর ল'য়ে যত চোর!
বহিলা দক্ষিণবায়ু শন্-শন্ স্বরে,
বাষ্প-তেজে চলে যান জলের উপরে
কাটি' যত উর্ম্মিদলে। ঘোর প্রহরণে
কাঁপিলা তটিনী গঙ্গা, বায়ু স্বন্ স্বনে

বধির হইল কর্ণ! ক্ষুদ্র তরি যত
জলবেগে উঠে, পড়ে মোচা-খোলা মত,
মহাতেজে চলে যান না মানে তরঙ্গ,
সাগরাভিমুখে চলে করি' নানা রঙ্গ॥

(১১)

হায়রে সন্ন্যাসী মোর বিরস-বদনে
দাঁড়ায়েছে কাষ্ঠ ধরি' সজল-নয়নে,
নিরখিছে বঙ্গভূমি—পৃথ্বী-অহঙ্কার।
"আর কি দেখিব মাতা বদন তোমার?"
আধ আধ বলি' তবে হইল নীরব,
পড়িল নয়নে অশ্রু শোকেতে উদ্ভব,
জটায় পুঁছিলা আঁখি বস্ত্র নাহি তার,
দিগম্বর সন্ন্যাসীর কৌপীনটী সার!
ত্রিশূল ল'য়েছে কেড়ে কমণ্ডলু-সহ,
ছিঁড়িয়া দিয়াছে মালা করিয়া কলহ,
শোভাহীন যোগী এবে চোর বলি' খ্যাত,
যাইতেছে দ্বীপান্তরে দেশেতে অজ্ঞাত!
কতদূরে গেল দেখা সাগরের জল
নীলবর্ণ; উর্ম্মিচয় করি' কোলাহল
পড়িছে কে কার অঙ্গে, মাতাল যেমতি
উঠে পড়ে অকারণে মদে ছন্নমতি!
কত যে হ'তেছে শব্দ বর্ণিতে কে পারে,
তালি লাগে কর্ণদেশে না শুনি কাহারে,

বায়ুগণ মল্লযুদ্ধ করে তত্পরে
নাশিয়া জলের শান্তি; সিন্ধুর উদরে
খেলিছে বিপুল জীব, দেখে লাগে ভয়,
দেখিলে সে দৃশ্য মনে হয় যমালয়!
নীচে এইরূপ দৃশ্য, উপরে তেমন
নীলবর্ণ আকাশ হইল দরশন,
ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধেছে যেন নীল আবরণে—
দেখিয়া উদিলা ভাব সন্ন্যাসীর মনে।
সে-ভাব বিশুদ্ধ অতি, ভাবে যতিবর,—
"আমার আশ্রম—মহী, সিন্ধু—সরোবর!
যথায় যাইব তথা আশ্রম আমার,
কেন মিছে করি ভয় ভাবি অন্ধকার?
করিব ঈশ্বর-সহ সদা আলাপন,
তাঁহার ভাবেতে বদ্ধ রবে মম মন"—
সাগরেতে উর্ম্মিচয় খেলিছে যেমতি
সন্তোষ যোগীর মনে নাচিছে তেমতি॥

(১২)

আইলা গোধূলী-কাল রবি গেলা দূরে,
আঁধার আসিয়া ঘেরে সে জলধি-পুরে,
ক্রমে ক্রমে তারাগণ হইল উদয়,
আসিয়া উদিলা তবে চন্দ্র আলোময়
প্রকাশিলা দিক্‌দশ। নাবিক তখন
জাগাইলা যানবর করি' সুশোভন

জলধির বক্ষঃস্থল; জলবাসী সবে
আনন্দে হইয়া মত্ত খেলা করে তবে
ঘেরিয়া যানের অঙ্গে, যেন শিশুগণে
মাতার কোলেতে খেলে সন্ধ্যা আগমনে।
ক্রমে নিশি হলো ঘোর, নাবিক শুইল,
পোতবাসীগণে নিদ্রা আশ্রয় করিল;
সন্ন্যাসী জাগিছে একা, কত তার মনে
উঠিতেছে ভাব সদা, অতি সংগোপনে।
কখন ভাবিছে,—আর কি হ'বে আমার
এইরূপে কাটাইব কাল অনিবার;
কখন ভাবিছে,—যদি স্বাধীনতা যায়,
জীবন জানিব তবে মরণের প্রায়;
স্বাধীনতা-প্রভাকর মানব-অন্তরে
না উদিলে সুখ নাহি পৃথিবী-ভিতরে!
স্বাধীনতা-রত্নহেতু ছাড়িনু সংসার;
তাহে যদি নাহি পাব, সকলি অসার!!

(১৩)

ক্রমে তিন দিন চলে সে অর্ণব-যান
অনিবার। রাত্রিদিন চলিছে সমান!
চতুর্থ নিশায় দেখ দৈবের ঘটনে
বিপদ হইল ঘোর অদ্ভুত বর্ণনে!
দেখিলা সন্ন্যাসী ক্রমে কাদম্বিনী-দল
ঘেরিলা আকাশে আসি'; ঝটিকা প্রবল

স্বনিল প্রবল বেগে ; তবে প্রবাহিলা
প্রকাণ্ড মূরতি ঊর্ম্মি ; বিজলী হাসিলা
মেলি' রত্নময় দন্ত ; গর্জ্জিলা অশনি ;
সচকিত উঠিলেক নাবিক অমনি !
হেরিয়া চৌদিকে পূর্ণ আপদেতে তবে,
ডাকিলা কাণ্ডারীবর—"উঠ উঠ সবে" !!

(১৪)

জাগিয়া উঠিলা তবে যানবাসীগণ,
দেখিলা চৌদিকে মাত্র মৃত্যুর বদন !
"হায়রে" ! কাঁদিলা সবে, হায়রে বিধাতা,
কেন আমাদের প্রতি তুই দুঃখদাতা !
যদিবা বিচারে বাঁচি এবে গেল প্রাণ
জলধি ভিতরে পড়ি, দৈবের বিধান !
নীরবিলা ভয়ে সবে। প্রবল তরঙ্গ
যান-সহ আরম্ভিলা নানামত রঙ্গ !
পড়িছে দধীচি-অস্থি কড়্ কড়্ স্বরে,
চিকুরিছে ক্ষণপ্রভা মস্তক-উপরে ;
তরঙ্গ প্রকাণ্ড আসি' করে প্রহরণ,
ছিঁড়িল নোঙ্গরবর, অস্থির তখন
হইল অর্ণব-যান ; ভয়ে ছন্নমতি
হইল কাণ্ডারীবর দেখিয়া দুর্গতি !
উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি মহা কলরবে,
আপন-আপন দেবে ডাকিলেক সবে ;

হিন্দু যারা ছিল তারা ডাকিল দুর্গায়,
মুসলমান বন্দীগণ ডাকিল আল্লায় ;
প্রার্থনা করিতে তবে বসিলা খৃষ্টান,
হাটু গাড়ি' কর যুড়ি' অতি যত্নবান্ ;
সন্ন্যাসী আমার হ'য়ে হরিষে বিষাদ
ভাবিলেন,—কি আবার ঘটিলা প্রমাদ ;
মনে ত' ধৈর্য্যকে আনি' স্মরিলা ঈশ্বর,
কে আর তরিবে সে বিপদ-সাগর !!

(১৫)

কোন দেব না আইলা সে বিপদ-কালে
রক্ষিতে অর্ণব-যান ; মিছে ভ্রমজালে
কাঁদিলা অর্ণব-বাসী হইয়া নিরাশ
জীবনের আশা হ'তে, ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
প্রলয়-লহরীমালা হ'য়ে বেগবতী
চলিলা লইয়া যানে, যেন স্রোতস্বতী
মহাবেগে তৃণ ল'য়ে চলে সিন্ধু যথা ;
হায়রে, বর্ণিবে কেবা সে দুঃখের কথা !!

(১৬)

কত দূরে গিরিশৃঙ্গ অতি মনোহর !
দেখা গেল জলোপরে, যেন সে ভূধর
প্রলয়-সংবাদ পেয়ে তুলিয়াছে মাথা
দেখিতে, কিরূপে সৃষ্টি নাশিবেন ধাতা !

এ হেন গিরির শৃঙ্গে সে সুন্দর যান
অকস্মাৎ লাগি তবে হলো খান খান !
দূরেতে পড়িল কেতু, কল গেলা খসি',
কাষ্ঠ সব খান খান, জলে গেলা পশি ।
ডুবিলা যতেক লোক কাণ্ডারীর সহ,
করিয়া সমুদ্র-সঙ্গে তুমুল বিগ্রহ !
না জানি, বাঁচিল কেবা সে বিপদ-কালে !
জীবন লিখিলা বিধি কাহার কপালে !!

(১৭)

বাঁচিলা সন্ন্যাসীবর ধরি' কি উপায়,
এতদিন পরে তাহা বলা নাহি যায় ;
ঐ যে পর্ব্বত-মাঝে ন্যাসী-শিরোমণি
বসেছে মলিন-মুখ পরমাদ গণি'—
অনাহারে, চিন্তা-জ্বরে অস্থিমাত্র সার,
লম্বমান জটাজুট শিকড়-আকার !
"কত যে আপদ মোর ঘটিবেক আর,
না জানি সে-সব আমি অতি দুরাচার !"
"হায়রে" আবার বলে—"তাহে কিবা দুখ,
এ বিজন কাননেতে পা'ব বহু সুখ ;
এমনো কি হয় কভু ! জগত-ঈশ্বর
রাখিবেন এ দাসেরে দুঃখে নিরন্তর !
যদি বা সকলি যায় ছাড়িয়া আমায়,
একমাত্র নিত্যসখা পাইব তাঁহায় ।"

কতক্ষণে ধৈর্য্য তবে বাঁধিলা অন্তরে,
না টলে তাহার মন চিন্তা-বায়ুভরে ;
মহাঝড়ে হিমালয় দাঁড়ায় যেমন
না টলে শরীর তার পাইয়া পবন,
না মানে পাথর-বৃষ্টি অনিবার ধারা,
সে গিরির শৃঙ্গে পড়ি' হ'য়ে যায় হারা,—
তেমতি সন্ন্যাসী মোর বাঁধিলেন মন,
করিতে আশ্রম তার সে ঘোর গহন।
নানাজাতি বৃক্ষে শোভে সে-বন সুন্দর
লতাগণ বৃক্ষোপরে শোভে নিরন্তর ;
কোমল করেতে ধরি প্রস্ফুটিত ফুল
আমোদিছে নাথ-মন করিয়া আকুল ;
নানাবিধ পাখী সব সুমধুর স্বরে
তুষিতেছে বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে ;
স্বনিছে জলজবায়ু ফুলের উপর,
তারে আমোদিয়া গন্ধ লয় নিরন্তর ;
সকল আনন্দে পূর্ণ ছিল সেই বন।
সৃষ্টির প্রধান কীর্ত্তি ব্রহ্মার নন্দন
নাহি ছিল তথা মাত্র ; এবে সে সন্ন্যাসী
হইলেন সে কানন-মাঝে চিরবাসী !
গিরি-গুহা হলো ঘর, তার অন্তরালে
কাটাইত কাল যোগী সদা রাত্রিকালে,

দিবা ভাগে জলধির তটেতে বসিয়া
স্মরিতেন জগন্নাথে সিন্ধু নিরখিয়া।
এইরূপে যোগীবর কাটাইত কাল
চিন্তাহীন মনে সদা, রহিত-জঞ্জাল;
দৈবের ঘটনা কেবা বর্ণিবারে পারে,
জল-যান দৃষ্ট এক হলো পারাবারে !!

(১৮)

মহাতেজে আসিতেছে যান মনোহর,
কম্পিত জলধি-বারি সহ-জলচর;
সুদূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিলা কাণ্ডারী
নর এক বসিয়াছে যোগী-বেশধারী;
এ নির্জ্জন বনে কেবা বসিয়াছে নর,
জানিতে নাবিকবর হইলা তৎপর;
চালাইলা জলরথ সে দ্বীপের পানে,
নিকটে আসিয়া দেখে যোগী আছে ধ্যানে—
মুদিত তাহার আঁখি। লইলা তুলিয়া
যানোপরে যোগীবরে রজ্জু নিক্ষেপিয়া,
ধ্যান ভাঙ্গি' দেখে মুনি,—জাহাজ-উপরে
উঠিয়াছে নিজকায়া। স্মরিলা ঈশ্বরে।
কাণ্ডারী আসিয়া তবে জিজ্ঞাসে তখন,—
"কোথা তব ঘর বল, হেথা কি কারণ?"
না পারিলা যতীশ্বর বুঝিতে সে কথা,
বিস্ময় হইয়া চাহে স্পন্দহীন যথা;

পরস্পর কেহ কারো কথা না বুঝিল,
ইঙ্গিতে জানিল শেষে যে-সব ঘটিল;
কিছু নাহি বলি' আর নাবিক-প্রধান
কতক্ষণে কল সারি' ছাড়ে জলযান;
সন্ন্যাসীর মনে পুনঃ আশঙ্কা হইল,
আবার আমারে ল'য়ে কোথায় চলিল!
বুঝিবা আবার সেই কারাগারে যায়—
যথা হ'তে বাঁচিলাম বিধির কৃপায়!
এই সব মনে ভাবি' মৌন হ'য়ে রয়,
যন্ত্রণা অন্তরে পুনঃ হইলা উদয়!
দেখি কিবা ঈশ্বর করেন এইবার—
আলোক পাইব, কিবা সম্পূর্ণ আঁধার!!

(১৯)

সে-দিন হইল শেষ, রজনী আসিয়া
ঘেরিলা বিপুল বিশ্ব স্বরাজ্য জানিয়া,
চলিছে জাহাজ তবু চৌম্বক-বিজ্ঞানে,
ধন্য সে মহাত্মা যেই এগুণ-সন্ধানে
কাটাইলা দিবানিশি! পরিশ্রমে তাঁর
সন্তোষিত হ'য়ে অতি জগত-আধার
দিলেন অমূল্য জ্ঞান, যাহার প্রভাবে
দিক্ নিরূপণ হয় তারকা-অভাবে!
তিনিও সে ধন্য নর, যাঁর গুণপনা
ব্যক্ত আছে ধরাতলে, কিবা সম্ভাবনা

বর্ণিবে এ ক্ষুদ্র করি তাঁহার পৌরুষ,
ধূমযন্ত্রে সদা যাঁর উলরিছে যশ।
চলিছে জাহাজ তবু, না মানে তরঙ্গ,
ফিরিয়া যাইছে তারা রণে দিয়া ভঙ্গ;
সে ঘোর নিশীথ-কালে জাগিছে সন্ন্যাসী,
মলিন-বদনে যেন দিবসেতে শশী।
চারিদিকে জলকুল করিছে কল্লোল!
মহা বলবান বায়ু হতেছে হিল্লোল!
পদতলে যানবর অস্থির-অন্তরে
চলিতেছে ব্যস্ত সদা ধূম্রকুল-ভরে;
অন্তর তেমতি তাঁর রহিত কুশল!
আকাশ কেবলমাত্র আছে নিরমল!
উদিয়াছে অর্দ্ধচন্দ্র ল'য়ে তারাগণ,
সচিন্ত অন্তরে ন্যাসী জাগিছে তখন,
উঠিতেছে ঊর্ম্মি যেন ভাব অগণন!!

(২০)

এইরূপে দিনত্রয় হইলা বিগত,
ঊষা আগমনে তমঃ হইলেক হত;
সুদূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিলা কাণ্ডারী
গঙ্গা-সাগরের কূল শোভে সারি সারি;
ডাকিয়া বলিলা তবে—"হিন্দুস্থান ওই",
অমনি চমকি যতি বলে—"কই, কই"?
সন্ন্যাসী দাঁড়ায় তবে কম্পিত-অন্তরে,
আনন্দে কাঁপিছে অঙ্গ থর থর থরে;

পুত্রশোকে মাতা যবে কাঁদে সর্ব্বক্ষণ,
আলু-থালু ধূলা মাখি' সদা অচেতন;
যদি কেহ বলে,—"ওগো! দেখনা চাহিয়া,
বাঁচিয়াছে তব সুত আছে দাঁড়াইয়া";
অমনি চমকি তবে উঠেন জননী,
কোথায় আমার বাছা কহগো সজনি?
সেইরূপ যেইকালে স্বদেশের নাম
প্রবেশ হইলা কর্ণে, ন্যাসী গুণধাম
অমনি উঠিলা ধীর সচকিত-মনে,
চারিদিকে সিন্ধু-মাঝে দেখেন নয়নে!
"চর্ম্ম-চক্ষে কেবা দেখে দূরে আছে যাহা,
না দেখি স্বদেশ-মুখ কাঁদিলেন আহা!"
(পুনরায় মন-দুখে) "হায়রে! সকলে
আনন্দ পায় কি কভু হাসিয়া দুর্ব্বলে?
বিধাতা যাহার প্রতি করে বিড়ম্বন,
তারে পরিহাস করে এ ধর্ম্ম কেমন?"
এত বলি' নীরবিলা ন্যাসী মহাজন,
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস এক ত্যজিলা তখন,—
ভাবিলা এখনো আছে বিধি-বিড়ম্বন!

(২১)

নিরাশ না হও তুমি সন্ন্যাসী আমার,
ঐ দেখ, বঙ্গভূমি—জননী তোমার;
ওই দেখ, জাহ্নবীর সুনির্ম্মল-ধারা,
সাগরে পড়িয়া কোথা হইতেছে হারা;

ওই দেখ, বৃক্ষচয় সুন্দর কানন,
নানাজাতি-জীবে পূর্ণ আছে সর্ব্বক্ষণ;
ওই যে বৃহৎ তরু হাত প্রসারিয়া
ডাকিছে তোমায়, দেখ, আঁখি উন্মিলিয়া;
বলিতেছে,—এস, এস, আমার সন্ন্যাসি!
তোমার নিমিত্ত কাঁদিতেছে বঙ্গবাসী;
যে অবধি তব প্রতি হ'ল অবিচার,
বঙ্গভূমি সে অবধি হয়েছে আঁধার;
পাঠাইলা মাতা তব লইতে তোমারে,
বিলম্ব না সহে আর এস একেবারে!!

(২২)

উন্মীলি' নয়ন ন্যাসী দেখিলা তখন,—
"বঙ্গভূমি এতকালে দিলা দরশন";
অমনি প্রেমের অম্বু পড়িলা নয়নে,
গদ গদভাবে বাক্য না সরে বদনে,
ঈশ্বর-উদ্দেশে তবে বলে যোগীবর,—
"তরিনু কৃপায় তব বিপদ সাগর;
শত ধন্যবাদ ওহে কাণ্ডারী তোমায়,
স্বদেশে আনিলে মোরে তুমি পুনরায়!!"

দ্বিতীয় সর্গ

(১)

ঐ যে সন্ন্যাসী মোর তরিয়া সাগর,
এতদিনে আসিয়াছে স্বদেশ-ভিতর,
দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর মনোহর তীরে
দেখিছে বঙ্গের শোভা চারিদিকে ফিরে!

আনন্দে তাহার চিত্ত নাহি হয় স্থির,
কোথায় যাইতে হবে নাহি জানে ধীর ;
কত মিষ্ট নিজদেশ বহুদিন পরে
লাগিলা তাহার মনে, ভাবহ অন্তরে
ভাবুক পাঠকবর্গ। বর্ণিতে সে-ভাব,
চিত্রকর-তুলি সদা ক্ষমতা অভাব ;
কবির লেখনী মাত্র জানাইতে পারে
কিছু সেই ভাব-আভা, তবুও আমারে
ক্ষুদ্র কবি বলি' বাণী না দিলা আমায়
সে-গুণ সরল অতি ; তাই সে তোমায়
সাধিহে পাঠকবর ! সরল-অন্তরে
মানস-দর্পণে আনি' সে ভাব-সুন্দরে
দেখাহ প্রতিভা তার, জানিবে তখন
কি আনন্দে মত্ত ছিল সন্ন্যাসীর মন !
পায় কি সে সুখ কভু যেই অভাজন
কখন না করিলেক তীর্থ পর্য্যটন ?
কিছুকাল সে-সন্ন্যাসী রহিয়া তথায়,
যাইতে করিলা ইচ্ছা হিমাদ্রি যথায় ;
হিমাবৃত মুকুটেতে ভূষিত সতত
শাসিতেছে রাজবৎ ক্ষুদ্রাচল যত।
অন্তরে ঈশ্বর জানি' ভয় নাহি মনে,
চলিতেছে ন্যাসীবর তীর্থ পর্য্যটনে॥

(২)

কতদিনে নাহি জানি, দেখিলা সন্ন্যাসী—
সম্মুখে শোভিছে পুরী মনোহর কাশী !

যে পুরী শিবের রাজ্য। ত্যজিয়া কৈলাস
উমাপতি সদা যথা করিছেন বাস
নিস্তারিতে নরগণে; বিহীন উপায়
যে-সকল অভাজন, যাইয়া তথায়
লভিছে অপার সুখ; অন্নদা আপনি
যাচিছে সতত অন্ন—হরের রমণী!
শোভিছে বৃহৎকায় অট্টালিকারাজি,
দুর্গ যেন শোভিতেছে অদূরে বিরাজি'।
সু-মানমন্দির দৃষ্ট হইলা তখন,
যাহে জ্ঞানিগণ দেখে গৃহ-তারাগণ
শোভিতেছে কিবা আহা! আর্য্য-অহঙ্কার—
আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তা নাহি পারে আর
প্রকাশিতে জ্ঞানগর্ব্ব, দেখিলে নয়নে
সে-মানমন্দির-শোভা; যাহা দরশনে
উলিয়াম * মহামতি ভক্তি করিবারে
শিখিলা হিন্দুর প্রতি, না মানি' কাহারে।
কেন হে পশ্চিমবাসী, এ আর্য্য-জাতিরে
এখনো ভাবিছ নীচ; গঙ্গা-নদীতীরে
কত যে শোভিছে কীর্ত্তি, করিছে প্রকাশ
ভারতবাসীর যশ! না করে বিশ্বাস
তাহা আধুনিক লোকে! কি বলিব হায়!
সেদিন আইলা যারা অসভ্যের প্রায়

---

* Sir William Jones.

ত্যজিয়া কানন ঘোর, তারাও না মানে
এ বিপুল যশ, আহা! মত্ত মধুপানে!
ত্যজিয়া সে মিথ্যা গর্ব্ব সকলে এখন,
গাও হে সে আর্য্য-যশ করি' এক মন;
যদিও হ'য়েছে তব জ্ঞানের উদয়
গাইতে জ্যেষ্ঠের যশ লজ্জা নাহি হয়,
তবে কেন বালকের মিথ্যা অহঙ্কারে
না মানিবে গুরুজনে তবু বারে বারে??

(৩)

ত্যজি' পুরী-বারাণসী সন্ন্যাসী তখন,
কতদিনে উত্তরিলা অযোধ্যা-ভুবন।
অপূর্ব্ব সে পুরী আহা! দেখিলে নয়নে
রঘুবংশ-কীর্ত্তি পড়ে পাথিকের মনে।
বহিছে সরযু-নদী সত্বর-গমনে
গাহিয়া রঘুর কীর্ত্তি বাল্মিকীর সনে;
যে-নদী-তটেতে বসি' প্রকৃতি-সুন্দরী,
কাঁদিতেছে অবিরত ধৈর্য্য নাহি ধরি'
শ্রীরামের তরে হায়! তাই সে তটিনী—
সে রামার অশ্রুনীরে সদা পাগলিনী
ধাইছে অধীর গতি, সহিতে না পারি
সে-দেবীর মনোদুঃখ, — নয়নের বারি!!

(৪)

সম্মুখে দেখিলা ন্যাসী দুর্গ মনোহর,
শোভিতেছে যেন এক প্রকাণ্ড ভূধর!

যথায় লক্ষ্মণ বীর করিতেন বাস,
এবে হইয়াছে তাহা যবন-নিবাস !
অদ্যাবধি লক্ষ্মণের সুপ্রসিদ্ধ নামে,
সে-স্থান নিবাসিগণ ডাকে সেই ধামে।
মনুষ্য মরিলে তবু নাম নাহি মরে,
কীর্ত্তি যদি থাকে তার পৃথিবী-ভিতরে।
কেনরে এ পুরী আজি দেখি রুদ্ধদ্বার,
পবন আনিছে মাত্র শব্দ মার মার ?
কোলাহল ঘোরতর পুরীর ভিতরে—
নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ঝন ঝন স্বরে
বোধিছে পথিক-কর্ণ ; দুর্গোপরে বসি'
কেন ঐ বীরবর শানিতেছে অসি ?
ক্ষণেকে ক্ষণেকে দেখে দূরে কেবা যায়,
কি কারণে, মূষালোভী বিড়ালের প্রায়
ক্ষণেকে ক্ষণেকে শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি
উঠিছে গগনে ঘোর, ক্ষণেকে অমনি
নিস্তব্ধ হ'য়েছে ধরা ; কেনরে এমন
বিষম জঞ্জাল আজি করিরে দর্শন !!

(৫)

দুর্গের সম্মুখে দেখ বীর অগণন ,
নাশিতে দেশের শান্তি করেছে মিলন
শিবির স্থাপিয়া তথা ; পেতেছে কামান
ভাঙ্গিতে এ দুর্গবরে করিয়া সন্ধান ;

অগণ্য প্রহরীগণ দুর্গেরে ঘেরিয়া
সঘনে আসিছে সবে ফিরিয়া ফিরিয়া,
শোভে হাতে অগ্নি-অস্ত্র আহা মরি মরি !
রক্ষপুরী ঘেরে যেন রামের প্রহরী !
শিবির ভিতরে সবে আনন্দ-অন্তরে,
মারিবে সে দুর্গ কালি, আছে মনে ক'রে ॥

(৬)

আনিয়াছে কেবা এই বিদ্রোহী সেনানী
মারিতে এ দুর্গবরে, এখনো না জানি !
কেবা এ দুর্গেতে আছে রুদ্ধ করি' দ্বার,
দেখিতেছে চতুর্দ্দিকে দুঃখ পারাবার ?
কি ভাগ্য ঘটিবে সবে জানিবার তরে
রহিলা সন্ন্যাসী তথা নির্ভয়-অন্তরে ;
রাজ্যহেতু দুই পক্ষে হইতেছে রণ,
সন্ন্যাসী ডরিবে তাহে কিসের কারণ ??

(৭)

ছয়শত রণ-প্রিয় পদাতিক যোধ
রক্ষিতেছে দুর্গবরে করি' দ্বার রোধ ;
অবলা কামিনী আর শিশু কয়জন
সে-দুর্গ-ভিতরে আসি' লয়েছে শরণ ;
তাই সে 'ইঙ্গলী' নামে সেনাপতিবর
রহিলা সসৈন্যে সেই দুর্গের ভিতর ;
না পারিলা বাহিরিতে। তাই সে বাঁচিলা
বিদ্রোহী পামরবর্গ, সম্মুখে রহিলা

জীবিত কয়েকদিন ; তা না হ'লে হায়,
সে বীরের হাতে পড়ি' লুটিত ধূলায়
বিদ্রোহী পামরগণ কতদিন আগে !
আইলা সে দুষ্ট যবে দুর্গ-বহির্ভাগে !!

(৮)

আইলা দুর্ম্মতি 'নানা' বিদ্রোহী-প্রধান
লইয়া অসংখ্য যোধ করিতে সন্ধান।
সকলেরে আদেশিলা সে দুর্গের পতি
আনিতে অসংখ্য গোলা, অতি দুষ্টমতি !
একে চায়, আরে পায়, প্রভুর আদেশে
ধাইলা সমরী সব পরি' নিজবেশে,
হানিলা কামান-গোলা দুম্ দুম্ স্বরে,
মারিলা বন্দুক-গুলি দুর্গের উপরে ;
তুরঙ্গে উঠিয়া কত হইলা বাহির
চলিলা হ্রেষিয়া বাজি গমন অধীর ;
বাহিরিলা পদাতিক অসি-চর্ম্ম করে,
বাহিরায় ফণী যেন ত্যজিয়া বিবরে,
ধরি' ফণা ক্রোধভরে, নাশিতে সে-জনে
ছত্র ধরি' যায় যেই তাহার সদনে।
একবারে সৈন্যগণ করে আক্রমণ
চতুর্দ্দিকে সেই দুর্গ ; ভয়েতে তখন
কাঁপিলা সন্ন্যাসীবর শুনি রণ-শব্দ,
অমনি তাঁহার কর্ণে লাগিলেক স্তব্ধ !!

(৯)

চমকি' উঠিলা তবে দুর্গবাসিগণ,
স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ল'য়ে দাঁড়ায় তখন—
যে যার আপন স্থানে। সেনাপতিবর
উঠিলেন দেখিবারে প্রাচীর-উপর,
দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য ভাবিলা অন্তরে,
কিরূপে রক্ষিবে এবে সেই দুর্গবরে ;
বারেক ভাবিলা বীর ল'য়ে সৈন্যদল,
বাহির হইয়া জ্বালাইব যুদ্ধানল ;
আবার মনেতে ভাবে,—কিরূপে এখন
এত অল্প সৈন্য ল'য়ে আরম্ভিব রণ ?
সাত পাঁচ ভাবি' তবে করিলেন স্থির,—
দুর্গ ছাড়ি' এই কালে না হ'ব বাহির।
বাজাইলা রণবাদ্য করিতে উল্লাস
আপনার সৈন্যগণ, বিপক্ষের ত্রাস !
দাঁড়াইলা বীরগণ শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে,
দুর্গের প্রাচীরোপরি নিজ-অস্ত্র ল'য়ে !
ডাকিয়া বলিলা তবে সেনাপতিবর,—
রাখ, এই দুর্গে আজি না করি সমর
ঘোরতর ; দেখ, যেন বিপক্ষের দল
আমাদের বদ্ধ দেখি', জানিয়া সবল
নিজ-সৈন্য না লঙ্ঘে এ প্রাচীর বিস্তার,
সতর্কে রহিলে সবে পাইবে নিস্তার ॥

(১০)

এই যে বিপক্ষ এক বিবিধ কৌশলে
পেয়েছে প্রাচীর-মাথা, উঠি' বাহুবলে
ডাকিতেছে দাড়ি নাড়ি' নিজ দলবল,
উঠিয়া সে-স্থানে তারে করিতে সবল
বিপক্ষের বিপক্ষেতে। "গেল বুঝি হায়,
এ দুর্গ সুন্দর!"—বলি' সবে তথা ধায়॥

(১১)

ক্রোধবশে অসি-করে 'নেলসান' বীর,
কোপেতে অন্তর তার হয়েছে অধীর,
উঠিলা প্রাচীরে তবে; ডাকিলা তখন
সে দুষ্ট বিপক্ষ বীরে করিবারে রণ।
ধাইলা দুরন্ত রিপু করিতে সমর,
উলঙ্গিত অসি তার শোভিতেছে কর;
যেমতি সে পুরাকালে দ্রোণের নন্দন
চন্দ্রচূড়-সহ করিবারে মাগে রণ,
সেইরূপ এ দুরাত্মা 'নেলসান'-সহ
করিতে আইলা দ্রুত সম্মুখ-বিগ্রহ!
শীঘ্র আসি' মারে তবে খরষাণ অসি,
'নেলসানের' অঙ্গ-বস্ত্রে গেলা তাহা পশি'।
হাসিয়া সে বীরবর ধরে তার হাত,
বক্ষে তার মারে, যে অশণি-আঘাত!
অচেতন হ'য়ে পড়ে মুষল ইমান্,
তুলে তারে হস্ত ধরি' বীর 'নেল্‌সান';

নিক্ষেপে প্রাচীর হ'তে। হুড় মুড় স্বরে
পড়িলা দুরন্ত বীর ভূমের উপরে
নতশির, ভেদি বায়ু-দৃষ্টি ভয়ঙ্কর!
কাঁপিলা ভয়েতে তবে যতেক পামর।
সেদিনের মত সবে ভঙ্গ দিলা রণে,
রণবার্ত্তা ল'য়ে গেলা 'নানা'র সদনে;
বলিলা দুর্ম্মতি-'নানা,'—ধিক্ বীরগণে,
ধিক্ তোমাদের অসি! না পারিলা রণে
মারিতে সে কয়জন ইংরাজ-সন্তান,
বিদেশে আসিয়া তারা এত বলবান?
কালি প্রাতে পুনরায় কর আক্রমণ
সে দুর্গ প্রফুল্ল-মনে, করি প্রাণপণ।
নীরবিলা 'নানা' ক্রূর তখনি ঘোষিলা
সর্ব্বদিকে—এই কথা দুর্গেতে পশিলা।
শুনিয়া এ সব বার্ত্তা দুর্গবাসিগণ,
ভয়েতে কাতর হ'য়ে করিলা রোদন॥

(১২)

দিবাকর চলি' গেলা পশ্চিম-অচলে
কাটাইতে নিশাকাল। অতি কোলাহলে
দক্ষিণ বিভাগ কম্প হইলা তখন,
পুনরায় যেন তথা আরম্ভিলা রণ
দুরন্ত বিদ্রোহীগণে; চমকি অমনি
উঠিলা সেনানী সব, শুনি রণ-ধ্বনি!

যেমতি বিবরে শুয়ে থাকে পশুপতি,
শুনিয়া ব্যাধের বাঁশি ধায় বায়ুগতি
সচকিত ক্রোধভরে, তেমতি তখন
উঠে সেনাপতি বীর করিবারে রণ!
অবলা স্ত্রীলোকগণ দেখিলা আবার
চতুর্দ্দিকে সীমাহীন দুঃখ পারাবার!
কাঁদিলা মনেতে পুনঃ হায়রে! কি লাগি
আইনু আমরা হেথা হ'য়ে দেশত্যাগী!
পাইব এতেক দুঃখ জানিতাম যদি
তবে কি হইয়া পার এত নদ-নদী,
সমুদ্র-মহানা, আর দেশ কতশত—
আসিতাম হিন্দুস্থানে হইবারে হত!
যবে মম প্রাণনাথ কহিলেন আসি,'—
"চল প্রিয়ে! হ'ব মোরা পূর্ব্বদেশবাসী,
সদাই সুখের মুখ দেখিব তথায়;
শুনেছি সে-দেশে লোক দুঃখ নাহি পায়,
না জানে অভাব-জ্বালা; নাহিক শীতল
সমীরণ প্রেহরণ, আকাশ নির্ম্মল
থাকে সদা মেঘহীন, রহিত তুষার,
কুজ্ঝটিকা নাহি করে দেশ অন্ধকার।"
তখনি কহিনু তাঁরে করিয়া বিনয়,—
"মৃগতৃষ্ণা মাত্র ইচ্ছা বিদেশে নিশ্চয়!
বিদেশে কেবল, নাথ! পাইবে অসুখ,
ভাগ্যদেব কভু কভু হইবে বিমুখ";

কত যে বুঝানু তাঁরে কথার ছলনে,
রহিতে সাধিনু দেশে সুমিষ্ট-বচনে ;
তবু না বুঝিলা নাথ, লইয়া আমারে
আসিলেন দেশান্তরে কৃতান্ত-আগারে ;
কহিতে নারিলা আর শোকে বদ্ধস্বর,
অমনি নয়নে বারি ঝরে ঝর ঝর ॥

(১৩)

"রোদন না কর আর দুর্গবাসিগণ"—
উচ্চারিলা দৈববাণী ; নিশীথে স্বপন
জাগায় নিদ্রিতে যেন, সেইরূপে তবে
সচকিত করিলেক দুর্গবাসী সবে।
কতক্ষণ পরে তবে প্রকাশ হইল,
মানসিংহ দলবলে তথায় আসিল
রাখিতে সে দুর্গবরে ; উদিলা তখনি
দুর্গবাসিগণ-মনে আশা-দিনমণি—
নাশি' ত্রাস-অন্ধকারে। যেন পুরাকালে
[যবে সত্যব্রত (নোয়া *) দেখিলা অকালে
প্রলয়ের ভীম মুখ] জল-কুলেশ্বর
ডুবাইলা ধরা, আর অচল বিস্তর !
তবে মৎস্যরূপী দেব মেঘে আদেশিলা
বিশ্রামিতে কিছুকাল, সাগর ফিরিলা

* হিন্দুশাস্ত্রে যিনি সত্যব্রত নামে বিদিত, বাইবেল গ্রন্থে তিনিই নোয়া বলিয়া কথিত আছেন।

আপন সীমার মাঝে, উচ্চাচলে যারা
আছিলা প্রাণের ভয়ে, দেখিলেক তারা
প্রলয়ের নিবারণ ; আনন্দে মাতিলা
তবে যে যাহার স্থানে, গৃহ আরম্ভিলা
তেমতি এ দুর্গবাসী, শুনিলা যখন
আসিয়াছে মানসিংহ করিতে রক্ষণ
সে-সবারে ; সেইরূপ উপজিলা সুখ
সে-সবার অন্তরেতে, পলাইলা দুঃখ।
হায়রে ! বিভুর কিবা মহিমা অপার,
সুখ হয় চতুর্গুণ দুঃখ হলে পার !!

(১৪)

ওই দেখ, পলাইছে বিদ্রোহী সেনানী
ছাড়িয়া এ দুর্গ-আশা ; কেন নাহি জানি,
বুঝি মানসিংহ-ডরে পলাইছে সবে,
শৃগাল পালায় যেন সিংহ দেখে যবে ;
কত ব্যস্ত উঠাইছে বৃহৎ শিবির !
কত ব্যস্ত অস্ত্র ল'য়ে সরে যত বীর !
কেনরে নির্ব্বোধ 'নানা' পলাবি এখন,
কেন তুই আরম্ভিলি এ প্রকার রণ ?
না জান সত্যের কভু ধ্বংস নাহি হয়,
অধর্ম্মে সকল নষ্ট,—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ;
ধিক্ তোরে নরাধম দুরন্ত পামর,
ধিক্ তোর বংশ, আর জননী-জঠর !

তোর কার্য্য মনে হ'লে শোণিত শুকায়,
অবলা-বালক মারি' কি হইল হায় !
সেই কুম্ভীপাক ঘোর কৃতান্ত-নগরে—
রহিয়াছে মুখ মেলি,' দুষ্ট ! তোর তরে !!

(১৫)

দেখিয়া রণের শেষ সন্ন্যাসী চলিলা,
ত্যজি'কত দেশ হিমালয়ে উত্তরিলা —
ধবল-বরণ-গিরি তুষারে ভূষিত,
দেবতা-নিবাস সদা জগতে বিদিত ;
শত শত শৃঙ্গ শোভে তারকা যেমতি,
নির্ম্মল আকাশে শোভে সহ নিশাপতি।
এমন নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরের ভাব,
ভাবুকের অন্তরেতে হয় আবির্ভাব !
ভক্তির সলিলে চিত্ত ডুবে একেবারে,
বাহ্য বোধ নাহি থাকে মানস-আধারে।
কিছুকাল ন্যাসীবর রহিলা তথায়,
মন তার মগ্ন সদা ঈশ্বর-চিন্তায় ॥

(১৬)

তোমার চরণে নমি সন্ন্যাসী-প্রবর !
বিদায় মাগিছে এবে ক্ষুদ্র কবিবর ;
তব সহ এতকাল করিয়া ভ্রমণ
ক্ষমা মাগি, দোষ যদি পেয়েছ কখন ;
থাক এই হিমাচলে থাক কিছুদিন,
চলিলাম দেশে ফিরে আমি বলহীন।

বঙ্গদেশবাসী আমি—অতি ক্ষীণবল,
থাকিলে তুষার-মাঝে হইব অচল।
যদি অবকাশ পুনঃ হইবে আমার,
অবশ্য তোমার সঙ্গ লইব আবার;
নতুবা এ নমস্কার জানিবে হে শেষ,
এইমাত্র নিবেদন জানিবে বিশেষ॥

সমাপ্ত